লালনের জীবনীনির্ভর চলচ্চিত্রে লালনদর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন

নন্দিতা তাবাসসুম খান

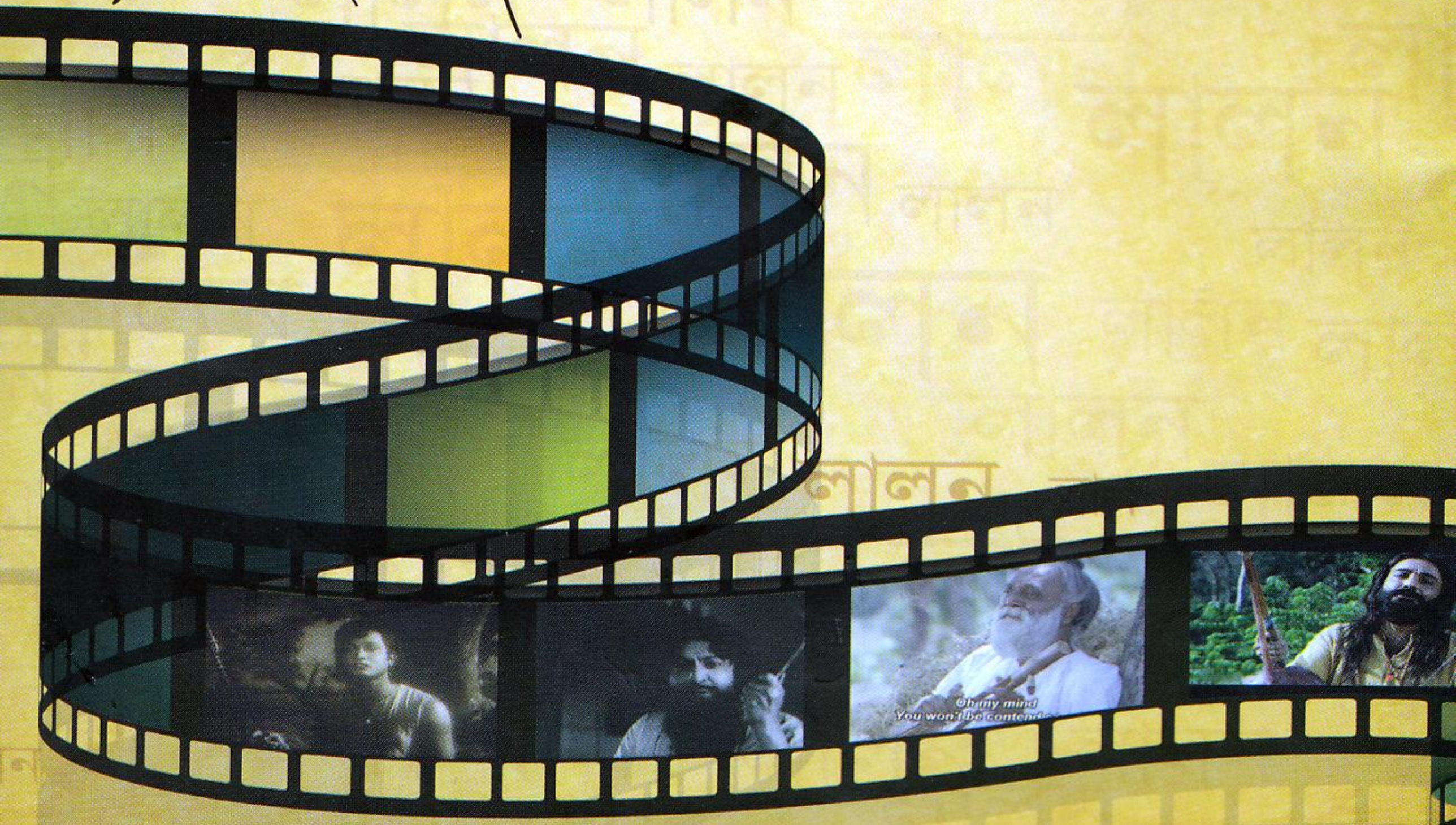

লালনের জীবনীনির্ভর চলচ্চিত্রে লালনদর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন

লালনের জীবনীনির্ভর চলচ্চিত্রে লালনদর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন

নন্দিতা তাবাসসুম খান

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

লালনের জীবনীনির্ভর চলচ্চিত্রে লালনদর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন
নন্দিতা তাবাসসুম খান

পান্ডুলিপি
লাইব্রেরি শাখা
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. কাবেরী গায়েন

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

প্রচ্ছদ
রেজাউল করিম রুমী

মুদ্রক
এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩১৭৩৮৪, ০১৯২৪৯৪০৭৬৫

মূল্য
টা: ২০০ মাত্র

Representation of Lalan's Phylosophy in Lalan-biography-based films by
Nandita Tabassum Khan, Published by Bangladesh Film Archive
First Edition : June 2013. ISBN : 978-984-33-7621-3

ভূমিকা

ফকির লালন সাঁই মূলত তাঁর বাউল গানের জন্যই সর্বজন পরিচিত। সহজ সরল ভাষায় বাউল গানের মধ্যদিয়ে লালন তাঁর আধ্মাতিক দর্শন ছড়িয়ে দিয়েছেন সবার মাঝে। সৃষ্টিশীল এই মরমী সাধক জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাকেই সবার ওপরে ঠাঁই দিয়েছেন। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামের এ মরমী সাধক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আত্মপরিচয় আর আধ্মাতিক জীবন দর্শনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন।

কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পল্লীগ্রামের সাধক ফকির লালন উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের এক ব্যতিক্রমী নক্ষত্র। লালনের দ্বন্দ্ব-ছন্দে অন্তর্লীন বিশ্বাসের জগত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। লালন তাঁর গানের মধ্যদিয়ে যে তত্ত্বজ্ঞানের চর্চা করেছেন তাতে সমকালীন বাংলা গান এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। মনের অন্তরঙ্গ ভাব আর মাতৃভাষার প্রচলিত শব্দ দিয়েই লালন তাঁর গানের মধ্যে জীবন দর্শনের কথা বলেছেন।

ফকির লালনের গানে যে ভাবতত্ত্ব ও দর্শনের চর্চা রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। মূদ্রণ মাধ্যমে কিছু কাজ হলেও দৃশ্য মাধ্যমে লালন ফকির নিয়ে কাজের সংখ্যা খুবই সামান্য। লালন জীবনভিত্তিক কিছু নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে কিন্তু তার সংখ্যাও নগণ্য। আধুনিক দৃশ্য মাধ্যমের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্রেও ইদানিং উঠে এসেছে লালন। চলচ্চিত্রে লালনের দার্শনিক রূপ যথাযথ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা জরুরি। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই "লালনের জীবনীনির্ভর চলচ্চিত্রে লালনদর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন" শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

এ গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে লালনের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে নির্মিত চারটি কাহিনী চিত্র। 'লালন দর্শন চলচ্চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে নাকি চলচ্চিত্রগুলো জনপ্রিয় করার স্বার্থে লালনকে বেছে নেয়া হয়েছে'– এ গবেষণায় এমন প্রশ্নই ছুড়ে দিয়েছেন গবেষক। স্বল্প সময়ে এবং নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তরুণ গবেষক নন্দিতা তাবাসসুম খান যতটা সম্ভব বিষয়টির গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। চলচ্চিত্র এবং লালন নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন আশা করি এ গবেষণা তাদের কাজে লাগবে। গবেষণার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং বর্তমান চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গবেষণাপত্রটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গ্রন্থটি পাঠকের চাহিদা পূরণ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

কামরুন নাহার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

লেখকের কথা

একজন নবীনতম গবেষক হিসেবে এ গবেষণাটি করার সুযোগ আমার জন্য অভাবনীয় ছিল। আমি লালন গবেষক নই। এ বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হওয়ার পিছনে মূলত একজন চলচ্চিত্র-প্রেমীর অনুসন্ধিৎসাই সাহস যুগিয়েছে। যোগাযোগ অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করেছি। আর সে প্রয়োজনেই লালন-অনুসন্ধানের সামান্যতম প্রয়াস। আসলে বলতে হয় এই গবেষণার মধ্য দিয়ে আমি প্রথম লালন সাঁই-কে অধ্যয়নের সান্নিধ্যে আসি। আর এ যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। যেহেতু এ গবেষণা কাজটি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রদত্ত ফেলোশিপের অধীনে পরিচালিত হয় সেকারণেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধ্যয়নকে সীমিত করে আনতে হয়। লালন-দর্শন নিয়ে গবেষকমহলেই নানান রকমের মতভেদ রয়েছে। সেকরণে প্রাধান্যশীল ধারাটিকেই অধ্যয়নের জন্য বেছে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। এই অন্বেষণের মূল কেন্দ্র ছিল লালন ফকিরের জীবনী-নির্ভর চলচ্চিত্রসমূহ এবং বাণিজ্যিকীকরণের উপাদান হিসেবে লালন ফকিরকে ব্যবহার; লালন দর্শনের গবেষণা নয়।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতি, আমাকে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার সুযোগ দেয়ার জন্য। পাশাপাশি গবেষণার আংশিক শর্তপূরণের জন্য আয়োজিত সেমিনারে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য। মানজারে হাসিন মুরাদ এবং মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে আমার সামনে আরো নতুন কিছু দিক উত্থাপনের জন্য।

এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য একজন ব্যক্তির কাছে আমি সর্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ। তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বা শিক্ষক নয় বরং তিনি আমার পাশে থেকেছেন একজন অভিভাবকের মতো।

আমার সহকর্মীদের কথা না বললেই নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কাজী আব্দুল মান্নানের প্রতি। গবেষণার স্বার্থে পেশাগত দায়িত্বের জায়গায় তার সহযোগিতা ছিল অভাবনীয়।

বন্ধুদেরকে কখনো ধন্যবাদ দিতে নেই। তারপরও কিছু বন্ধুর নাম উল্লেখ না করলেই নয়। গবেষণাটি শেষ করতে সাহায্য করার জন্য বন্ধু সোহানা তুলিকে ধন্যবাদ দিয়েও শেষ করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বন্ধু বরকতউল্লাহ বাবুর প্রতি। আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তার মধ্যে যার নাম না বললেই নয় তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবুল কালাম আজাদ।

ব্যক্তিগতভাবে যার কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গ্রন্থাগারিক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

নন্দিতা তাবাসসুম খান
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক
জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ

বিনোদন, শিল্প, সংস্কৃতি - চলচ্চিত্র এর কোনটি? এ প্রশ্নের কোন সমাধান নেই। তবে যেটাই হোক না কেন চলচ্চিত্র একটি যোগাযোগ মাধ্যম। চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়েই মনোজগতে একটি মিথিকাল অবয়বের নির্মাণ হয়। সেকারণেই কে কোন্ উদ্দেশ্যে তা নির্মাণ করছে তার পাঠ জরুরি। গবেষণাটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা চলচ্চিত্র জগতে লালন ফকিরের উপস্থাপণ অনুসন্ধান করা। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এযাবৎ লালন ফকিরের জীবনী অবলম্বনে চারটি কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো কিছু মৌলিক সাদৃশ্য ছাড়া চলচ্চিত্র চারটিতে আমরা ভিন্ন চারটি লালন চরিত পাই। লালন ফকির, তাঁর জীবনী, তাঁর গান নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পাওয়া যায়। কিন্তু এসব গবেষণা থেকেও কোন একমুখী দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়না। ফকিরি সাধনার বিষয়টি নিয়ে মতান্তর রয়েছে। মূলত প্রাধান্যশীল গবেষণাগুলোর পাঠের মধ্য দিয়েই একটি লালন-অবয়ব অনুসন্ধানের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে নির্বাচিত চারটি কাহিনি-ভিত্তিক চলচ্চিত্র এখানে টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যেকোন টেক্সটই সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্য দিয়ে গল্প নির্মাণ করে। এই গল্প পাঠের জন্য বর্ণনাত্মক আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংলাপ, সিকোয়েন্সের বিন্যাস, ক্যামেরার কাজ, সম্পাদনা, আবহ সঙ্গীত- লালন সাঁই-এর জীবন, দর্শণ তুলে ধরতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহে কীভাবে এই কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ এ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে বাণিজ্যিক কারণে নির্মিত যেকোন পণ্যের কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে; যা সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোকে রেপ্রিজেন্ট করে (বার্টন, ২০০৫)। একারণে বর্ণনাত্মক আধেয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি টেক্সট-কে বিনির্মাণের জন্য এই গবেষণায় সমালোচনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

বস্তু অর্থ দেয়না; আমরা রেপ্রিজেন্টেশন সিস্টেমে, ধারণা ও চিহ্নের মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ করি। একে বলা হয় ভাষার অর্থ সম্পর্কিত নির্মাণমূলক এ্যপ্রোচ। চলচ্চিত্রের মিজ-অঁ-সিন বিষয়টির সাথে বার্টন (২০০৫) উল্লেখ করেছেন মনোঃসমীক্ষণের বিষয়টি।কীভাবে ছবি বা ইমেজ মানুষের মনোঃজগতে প্রবেশ করে এবং নির্মাতা এমনভাবেই এ ছবি নির্মাণ করে যেন তা তার দর্শককে কোনভাবেই প্রথাগত ডিসকোর্সের বাইরে বের হতে না দেয়। গণসংস্কৃতিকে বারংবার জনসংস্কৃতির মোড়কে উপস্থাপণ করা হয়। এ্যাডোরনো এবং হর্কহেইমার (১৯৪৪) 'সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি'র ধারণা মাধ্যমে উপস্থাপণ করেন সংস্কৃতি কীভাবে মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়। নমুনায়িত চলচ্চিত্রসমূহকে পাঠের নিমিত্তে এ তত্ত্বসমূহের পাঠ অত্যন্ত জরুরি।

চারটি চলচ্চিত্রে লালন সাঁই-এর জীবনী-ভিত্তিক তথ্য চারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে প্রতিটি চলচ্চিত্রেই তাকে কোন না কোন প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সের আওতায় টেনে ধরার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। বিশেষত ৭০' ও ৮০'-এর দশকের ছবি দুটিতে লালনকে একটি গড়পড়তা ছবির চরিত্র হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। একটি সামাজিক প্রেমের ছবি আর অপরটি ধর্মীয় ছবি। দু'ধরনের ছবিরই বাণিজ্যিক চাহিদা অপরিসীম। আর লালন ফকিরও তাই একটি পণ্য বৈ আর কিছু নয়। এরই সাথে জাতহীন লালনের জাত বা ধর্মই এছবি দুটির ক্ষেত্রে একটি আরেকটির কাউন্টার ডিসকোর্স হয়ে দাঁড়ায়। এপার বাংলার পরিচালক একদিকে লালন ফকিরকে মুসলিম জোলা বানাতে উদ্যত, আর ওপার বাংলার পরিচালক তাকে হিন্দু। বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে বাউলের সাধনার পিছনে তিন ধর্মের প্রভাব দেখা যায়- সুফি সাধনা, বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা। 'লালন' (২০০৪) চলচ্চিত্রটি ব্যতীত আর কোনটিতেই এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না।

লালন-দর্শনের মূলে রয়েছে লালন ফকিরের গান। কিন্তু চলচ্চিত্রসমূহে গানের ব্যবহার খুবই এলোমেলো। কোনো নির্দিষ্ট আবহ এখানে অনুসরণ করা হয়নি। লালন ফকিরের গান নিয়ে নানান ধরনের গবেষণা রয়েছে, যা থেকে গানের দর্শন বুঝতে সহায়তা হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে যেভাবে একটি বাণিজ্যিক পন্য হিসেবে গানসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা কেবল দর্শকদের বিভ্রান্ত করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় গানগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং গানের শিল্পীদেরও নেয়া হয়েছে জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে।

'লালন'(২০০৪) ছাড়া তিনটি চলচ্চিত্রই এক অর্থে নায়ক-নায়িকা প্রধান চলচ্চিত্র। এমনকী চলচ্চিত্রসমূহে নারীর উপস্থাপণও পুরোপুরি প্রথাগত। নারীকে দৃশ্যবস্তু হিসেবে উপস্থাপনের প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স থেকে চলচ্চিত্রগুলো বের হয়ে আসতে পারেনি। নায়ক-নায়িকা প্রধান চলচ্চিত্রের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। প্রায় একই গল্পকে বারবার দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। লালন (২০০৪) ছবিটি ব্যতীত আর কোনটিই সেই গঁৎবাধা কাঠামো থেকে বের হতে পারেনি। এমনকি পোস্টারের অলঙ্করণের মধ্য দিয়েও এবিষয়টিই উপলব্ধ হয় যে দর্শকদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে লালন ফকির শুধুই বিনোদন কারখানার একটি পণ্যে রূপান্তরিত হন।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	০১
প্রাক-কথন	০১
ফকির লালন সাঁই	০৩
গবেষণা প্রশ্ন	০৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা	০৬
লালন সঙ্গীতে ভাবতত্ত্ব	০৬
লালন সাঁই-এর তাত্ত্বিক সাধনা	০৯
লালন; এক সামাজিক আন্দোলন	১১
বিভিন্ন মাধ্যমে লালনচর্চার স্বরূপ	১৯
চলচ্চিত্রে লালন চর্চা	২২
তৃতীয় অধ্যায়: তাত্ত্বিক কাঠামো ও গবেষণা পদ্ধতি	৩১
তাত্ত্বিক কাঠামো	৩১
নমুনায়ন ও গবেষণা পদ্ধতি	৩৬
চতূর্থ অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৭
পঞ্চম অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল	৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়: আলোচনা	৫৬
সপ্তম অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার	৫৯
পরিশিষ্ট এক: কথোপকথন	৬২
পরিশিষ্ট দুই: চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানের তত্ত্বীয় বিন্যাস	৭৪
পরিশিষ্ট তিন: চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র	১০০
পরিশিষ্ট চার: চলচ্চিত্রের পোস্টারসমূহ	১১০